খ) গোল কৃমি আক্রান্তের লক্ষণসমূহঃ

★ বাছুর গরু ও কম বয়সী ছাগল-ভেড়া গোল কৃমিতে বেশী আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়;
★ গরু, ছাগল-ভেড়া চরার মাঠ থেকে কম বয়স্ক পশু বেশী আক্রান্ত হয় তাছাড়া খামার হতেও কৃমির সংক্রমণ হয়ে থাকে;
★ কৃমি আক্রান্ত গাভীর বাছুর মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায়ও আক্রান্ত হতে পারে আবার দুগ্ধপোষ্য বাছুর মায়ের দুধের মাধ্যমেও আক্রান্ত হতে পারে;
★ ক্ষুধা মন্দা ও ডায়রিয়া দেখা যায়;
★ মাটি ও অখাদ্য খাওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পায়;
★ আক্রান্ত পশুর শারীরিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়, অনেক ক্ষেত্রে ৩০% পর্যন্ত কম বৃদ্ধি হয়ে থাকে;
★ দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কম হয়ে থাকে;
★ শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং শরীরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়;
★ বাছুর অবস্থায় অধিক ক্ষতিগ্রস্থ পশু পরবর্তীতে উপযুক্ত গাভী বা ষাড় গরুতে উন্নিত হয়না;
★ অধিক আক্রান্ত কম বয়সের পশু পুষ্টিহীনতা, রক্তশুন্যতা এবং দুর্বল হয়ে মারা যায়।

গ) ফিতাকৃমি আক্রান্তের লক্ষণসমূহঃ

★ অন্যান্য কৃমির ন্যায় ফিতা কৃমিও অল্প বয়সের পশুকে বেশী ক্ষতি করে থাকে;
★ পেট মোটা হয়ে যাওয়া, দুর্বল হয়ে পড়া, শরীরের বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া প্রধান প্রধান লক্ষণ;
★ মাটি ও অখাদ্য খাওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পায়;
★ পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া প্রধান লক্ষণ, অনেক সময় পায়খানার সাথে কৃমির সেগমেন্ট বা অংশ দেখা যায় যা ভেজা চাউল বা ভাতের মত দেখায়;
★ প্রাপ্ত বয়স্ক পশুর ফিতা কৃমিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, পেট মোটা, শারীরিক বৃদ্ধি কম এবং দুধ উৎপাদন আশানুরূপ হয়না;
★ ফিতাকৃমি দীর্ঘদিন যাবৎ পশুর অভ্যন্তরে বেঁচে থাকে এবং লক্ষ লক্ষ ডিম ত্যাগ করে নূতন কৃমি সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ পশুকে সংক্রমিত করতে পারে;
★ অধিক আক্রান্ত কম বয়সের পশু পুষ্টিহীনতা, রক্তশুন্যতা এবং দুর্বল হয়ে মারা যায়।

কৃমি আক্রান্ত পশু

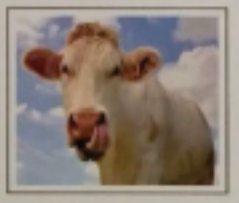

কৃমিমুক্ত পশু

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা, বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২১

গবাদিপশুর কৃমিদমন কার্যক্রম

"আসুন গবাদিপশুকে নিয়মিত
কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ান,
সুস্থ সবল পশু পালনে এগিয়ে আসুন"

কৃমি রোগ গবাদিপশুর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সংক্রামক রোগ। বিশ্বব্যাপী গবাদিপশুর কৃমিরোগ থাকলেও দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও আবহাওয়াগত কারণে বাংলাদেশে গবাদিপশুতে কৃমির প্রকোপ অত্যাধিক। কৃমির কারণে গবাদিপশুর দুধ ও মাংসে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস এবং বাছুর মারা যাওয়ার কারণে খামারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। সে বিবেচনায় গবাদিপশুর মালিককে তার পশুকে কৃমিমুক্ত রাখার জন্য সর্বদা সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃমির প্রকার:

গবাদিপশু সাধারণতঃ তিন প্রকার কৃমিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, যেমনঃ গোল কৃমি, পাতাকৃমি বা কলিজা কৃমি এবং ফিতা কৃমি।

গোল কৃমি

পাতা কৃমি

ফিতা কৃমি।

কৃমি রোগের লক্ষণ:

কৃমির প্রকারভেদে পশুতে পৃথক পৃথক লক্ষণ দেখা যায়-

ক) পাতা কৃমি (কলিজা কৃমি) আক্রান্তের লক্ষণসমূহ

- ★ শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া;
- ★ শরীরের ওজন কমে যাওয়া;
- ★ খাদ্য গ্রহনের অনুপাতে শরীরের বৃদ্ধি কম হওয়া;
- ★ দুগ্ধদানকারী গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যাওয়া;
- ★ প্রজনন সক্ষমতা হ্রাস পাওয়া;
- ★ রক্ত শুণ্যতা ও পুষ্টিহীনতা দেখা দেওয়া;
- ★ গলার নীচে বা থুতনি ফুলে যাওয়া (পানি জমা), ইংরেজীতে 'বট্‌ল জ' বলে;
- ★ অনবরত ডায়রিয়া অথবা কিছুদিন পর পর ডায়ারিয়া;
- ★ খুব বেশী আক্রান্ত অথবা দীর্ঘদিন আক্রান্ত থাকলে মৃত্যুও হতে পারে;
- ★ বয়স্ক পশুর তুলনায় কম বয়সী পশু কলিজা কৃমিতে আক্রান্ত হলে অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

রোগ নির্ণয়:

- ★ কৃমি রোগের লক্ষণ সমূহ দেখে কৃমিরোগ নির্ণয় করা যায়;
- ★ প্রাণি চিকিৎসকের দ্বারা দেখিয়ে কৃমিরোগ নির্ণয় করা যায়;
- ★ অনেক সময় পশুর পায়খানার সাথে কৃমি বেরিয়ে আসে, তা দেখেও কৃমি রোগ চেনা যায়;
- ★ প্রাণি হাসপাতালে গোবর পরীক্ষা করায়ে কৃমিরোগ এবং কৃমির প্রকার নিশ্চিত হওয়া যায়।

ফিতা কৃমি।

গোল কৃমি

ছোট গোল কৃমি

কৃমি আক্রান্তের প্রবনতা :

- ★ যে সকল পশু অধিক মাঠে চড়ে খায় সে সব পশুতে কৃমি আক্রান্তের হার বেশী;
- ★ স্যাঁত স্যাঁতে ও একই স্থানে অবস্থানকারী পশুতে কৃমির প্রবনতা বেশী;
- ★ বয়স্ক পশুর তুলনায় কম বয়স্ক পশু কৃমিরোগে বেশী আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়;
- ★ নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ না খাওয়ালে পশুতে কৃমির প্রবনতা বেশী হয়;
- ★ পশু পুষ্টিহীনতায় ভুগলে কৃমি আক্রান্তের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

চিকিৎসা ঃ

কৃমি রোগে আক্রান্ত গবাদিপশুকে প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ মত কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন কৃমির চিকিৎসার জন্য পৃথক পৃথক ঔষধ রয়েছে আবার এক ঔষধে একাধিক প্রকারের কৃমির চিকিৎসা করা যায়।

- ★ দুগ্ধপোষ্য বাছুর ব্যতিরেকে সকল পশুকে বছরে দুইবার নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, সেক্ষেত্রে বর্ষা ও শীত মৌসুমের পূর্বে ঔষধ খাওয়ানো ভালো হয়;
- ★ বাছুরের ক্ষেত্রে ২য় এবং ৪র্থ সপ্তাহে কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়;
- ★ গোয়াল ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। যেহেতু কৃমির ডিম পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খাবারের সাথে মিশে সুস্থ পশুকে আক্রান্ত করে, তাই দ্রুত গোবর সরিয়ে নেয়া এবং দুরে গোবরের পিটে ফেলে দেয়া উচিৎ ;
- ★ পাতাকৃমি বা কলিজাকৃমি সংক্রমণ হতে হলে কৃমির জীবন চক্রের একটি ধাপ শামুকের মধে বৃদ্ধি পায়, সেকারণে ডোবা-নালার পাশে গবাদি পশুকে চরে খাওয়ানো উচিৎ নয়। এসব জায়গা হতে কাঁচা ঘাস কেটে এনে ঝেড়ে পরিষ্কার করে পশুকে খেতে দেয়া উচিৎ ;
- ★ শারিরিকভাবে বেশী দুর্বল পশুকে সাহায্যকারী ঔষধ প্রয়োগ করার পর কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত ;
- ★ প্রকল্প হতে বছরে দু'বার প্রকল্পের সুফলভোগীদের গবাদিপশুর জন্য বিনামূল্যে বিতরনের নিমিত্ত কৃমিনাশক ঔষধ প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত বিতরণ করা হবে।

ল্যাবরোটোরিতে গোবর পরীক্ষা

কৃমিরোগ প্রতিরোধ ঃ

- ★ দুগ্ধ পোষ্য বাছুর ব্যতিরেকে সকল পশুকে বছরে দুইবার নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে সেক্ষেত্রে বর্ষা ও শীত মৌসুমের পূর্বে ঔষধ খাওয়ানো ভালো ;
- ★ বাছুরের ক্ষেত্রে ২য় এবং ৪র্থ সপ্তাহে কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় ;
- ★ গোয়াল ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। যেহেতু কৃমির ডিম পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খাবার ও পানির সাথে মিশে সুস্থ পশুকে আক্রান্ত করে তাই দ্রুত গোবর সরিয়ে নেয়া এবং দুরে গোবরের পিটে সংরক্ষন করা উচিৎ ।

সাবধানতা ঃ

- ★ শারিরিকভাবে বেশী দুর্বল পশুকে সাহায্যকারী ঔষধ প্রয়োগ করার পর কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করা উচিৎ ;
- ★ অসুস্থ ও গর্ভবতী পশুকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো যাবে না।